26745 - আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণসমূহ এবং তিনি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার গূঢ়রহস্য

প্রশ্ন

আমার এক অমুসলিম বন্ধু আমার কাছে জানতে চেয়েছে, আমি যেন তার কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করি। আর কেন তিনি আমাদেরকে জীবন দিলেন? এই জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? আমার উত্তর তাকে সন্তুষ্ট করেনি। আমি আশা করছি আপনি আমাকে সে বিষয়গুলো জানাবেন যেগুলো তাকে জানানো কর্তব্য।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দান এবং আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা স্পষ্ট করার যে প্রচেষ্টা করছেন, সেটা খুবই আনন্দদায়ক ব্যাপার। আল্লাহকে জানা সুস্থ ফিতরাত ও সঠিক আকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কত মানুষ আছে যাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হওয়ামাত্র তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আমাদের প্রত্যেকে যদি দ্বীনের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করত তাহলে প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হত। সুতরাং হে মুসলিম ভাই! আপনাকে অভিনন্দন। আপনি নবী-রাসূলদের দায়িত্ব পালন করছেন। আপনার জন্য সুসংবাদ হিসেবে রয়েছে বিপুল পরিমাণ নেকীর ওয়াদা, যা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে এসেছে। তিনি বলেছেন: ‘আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন লোককে হেদায়াত দেয়াটা তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।’[হাদীসটি বুখারী (৩/১৩৪) ও মুসলিম (৪/১৮৭২) বর্ণনা করেন]

দুই:

আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষের প্রমাণগুলো কেউ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। গভীর চিন্তার ভাবনার মাধ্যমে আমরা পাই যে এ প্রমাণগুলো তিন ধরনের: ফিতরাতের প্রমাণসমূহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণসমূহ ও শরয়ী প্রমাণসমূহ। ইন শা আল্লাহ এগুলো আপনার কাছে স্পষ্ট হবে।

এক:

ফিতরাতের প্রমাণসমূহ:

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

“আল্লাহর অস্তত্বিরে পক্ষে ফতিরাতরে প্রমাণ অন্য যে কোনো দলীল থকেে শক্তশিালী। আর এটা এমন প্রত্যকে ব্যক্তরি ক্ষত্রেে প্রযোজন্য যাকে শয়তান পথভ্রষ্ট করনে। তাই আল্লাহ তায়ালা যখন বললনে: “কাজইে আপনি একনষ্ঠি হয়ে নজি চহোরাকে দ্বীনে প্রতষ্ঠিতি রাখুন।” তারপরই বললনে: “আল্লাহর ফতিরাত (স্বাভাবকি রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার উপর তনিি মানুষ সৃষ্টি করছেনে।” (সূরা রূম: ৩০)। সুস্থ ফতিরাত আল্লাহর অস্তত্বিরে সাক্ষ্য দয়ে। যে ব্যক্তকিে শয়তানরো পথভ্রষ্ট করছে, শুধু সে ব্যক্তইি এই ফতিরাত থকেে বচি্যুত হয়। আর যাকে শয়তান পথভ্রষ্ট করছে, সে এই দলীল নাকচ করবে।”[শারহুস সাফারীনয়িাহ থকেে সমাপ্ত]

প্রত্যকেটা মানুষই সহজাতভাবে অনুভব করে যে তার একজন রব (প্রভু) ও স্রষ্টা আছনে। সইে রবরে প্রতি প্রয়োজন অনুভব করে। যখন কোনো বড় ধরনরে সংকটে পড়ে তখন তার হাত, চোখ ও অন্তর আসমান-মুখী হয়ে রবরে কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

ইন্দ্রয়িগ্রাহ্য প্রমাণসমূহ:

জাগতকি নানান ঘটনার অস্তত্বি। আমাদরে চারপাশরে বশ্বিে নানান ঘটনা অবশ্যই ঘটে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ঘটনা হল— সৃষ্টি। সকল কছিুর সৃষ্টি। গাছ, পাথর, মানুষ, পৃথবিী, আসমান, নদী ও সাগরসহ সকল কছিুর সৃষ্টি।

যদি জজ্ঞিাসা করা হয় এই ঘটনাগুলো ও আরো অন্যান্য অনকে ঘটনার অস্তত্বি কে দয়িছে?

এ প্রশ্নরে উত্তর হতে পার: এগুলো কোনো কারণ ছাড়া কাকতালীয়ভাবে অস্তত্বি লাভ করছে। এমন অবস্থায় কউে জানে না কীভাবে এগুলো অস্তত্বি পলে। এটি একটা সম্ভাবনা। আরকেটা সম্ভাবনা হলো— এগুলো নজিরোই নজিদেরেকে অস্তত্বি দয়িছে এবং নজিরোই নজিদেরে বষিয়াবলী পরচিালনা করছে। তৃতীয় একটা সম্ভাবনা আছে সটো হলো— একজন অস্তত্বিদানকারী এগুলোকে অস্তত্বি দয়িছেনে, একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করছেনে। এ তনিটি সম্ভাবনা নয়িে চন্তিাভাবনা করার পর আমরা দখেতে পাই প্রথম ও দ্বতিীয়টা ঘটা অসম্ভব। যদি প্রথম ও দ্বতিীয়টা ঘটা অসম্ভব হয় তাহলে তৃতীয় সম্ভাবনাটা সঠকি হওয়া অনবিার্য। আর তা হলো এগুলোর একজন স্রষ্টা আছনে, যনিি এগুলোকে সৃষ্টি করছেনে। আর তনিি হলনে— আল্লাহ। কুরআন কারীমে এ প্রমাণটি উল্লখে করা হয়ছে। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “তারা কি কোন কছিু ছাড়া (স্রষ্টা ছাড়া) সৃষ্টি হয়ছে; নাকি তারা নজিরোই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমান ও জমনি সৃষ্টি করছে? আসলে তারা (সত্যকে) দৃঢ়ভাবে বশ্বিাস করে না।’[সূরা তূর: ৩৫-৩৬]

পররে প্রশ্ন: এই বশিাল সৃষ্টগিুলো কবে থকেে অস্তত্বিশীল? এত এত বছর ধরে দুনয়িার বুকে কে এগুলোকে স্থায়ত্বি দলি? অস্তত্বিশীল থাকার উপকরণ দয়িে সাহায্য করল?

উত্তর হলো: আল্লাহ। তনিি প্রত্যকেকে এমন কছিু দয়িছেনে যা তার উপযুক্ত এবং যা তার স্থায়ত্বিরে নরিাপত্তা দয়ে।

আপনি কি সুন্দর সবুজ উদ্ভিদ দেখেন না? আল্লাহ যদি এটাকে পানি দেওয়া বন্ধ করে দেন এটার জন্য কি জীবিত থাকা সম্ভব হবে? কখনো না; মুহূর্তে এটা রূপ নিবে মলিন শুষ্ক খড়-কুটোয়। আপনি যদি সব কিছু মনোযোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন দেখবেন প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ না থাকলে কোনো কিছু স্থায়ী থাকত না।

আল্লাহ সকল কিছুকে তার উপযুক্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত করেছেন। যেমন: উটকে চড়ার জন্য উপযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'তারা কি দেখে না যে, আমাদের হাত যা তৈরি করেছে তা থেকে তাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি গবাদিপশুসমূহ; অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক? আর আমরা এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়েছে তাদের বাহন। আর কিছু সংখ্যক থেকে তারা খেয়ে থাকে।'[সূরা ইয়াসীন: ৭১-৭২] দেখুন আল্লাহ উটকে কীভাবে সৃষ্টি করেছেন? কীভাবে এর পিঠকে শক্তিশালী ও সমতল করেছেন যাতে চড়ার উপযুক্ত হয় এবং কঠিন বোঝা বহন করতে পারে; যেটা অন্যান্য পশু বহন করতে পারে না।

এভাবে আপনি যদি অন্য সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখতে পাবেন সৃষ্টিগুলোকে যে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সে উদ্দেশ্যের সাথে সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুবহানাল্লাহ তায়ালা।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের আরেকটি উদাহরণ হলো:

বিভিন্ন কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিগুলোও স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করা, তারপর আল্লাহ কর্তৃক সেই দোয়া কবুল করাটা আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ। শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সৃষ্টিকুলের জন্য বৃষ্টি চেয়ে বললেন: 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষন করুন!" তার পরই আকাশে মেঘ তৈরি হল। তিনি মিম্বর থেকে নামার আগে বৃষ্টি হল।" এটা স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।[শারহুস সাফ্ফারীনিয়্যাহ থেকে সমাপ্ত]

শরয়ী প্রমাণসমূহ:

শরীয়তসমূহের অস্তিত্ব। শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

সকল শরীয়ত স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহকে প্রমাণ করে। কারণ এই শরীয়তগুলোর অবশ্যই একজন প্রণেতা লাগবে। আর এই শরীয়তপ্রণেতা হলেন— মহান আল্লাহ।[শারহুস সাফারীনিয়্যাহ থেকে সমাপ্ত]

আপনার অন্য প্রশ্ন: আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?

এর জবাব হলো: তাঁর ইবাদত, কৃতজ্ঞতা, স্মরণ ও তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য। আপনি জানেন সৃষ্টিকুলের মাঝে কাফের আছে, মুসলিমও আছে। এর কারণ হলো আল্লাহ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন তারা কি তাঁর ইবাদত করে; নাকি

অন্য কারো ইবাদত কর? এ পরীক্ষা আল্লাহ্ প্রত্যকেরে কাছে সঠকি পথ সুস্পষ্ট করার পর। আল্লাহ তায়ালা বলনে: ‘যনিি সৃষ্টি করছেনে মৃত্যু ও জীবন, তোমাদরেকে পরীক্ষা করার জন্য— কে তোমাদরে মধ্যে আমলরে দকি থকেে উত্তম?’[সূরা মুলক: ২] তনিি আরো বলনে: ‘আর আমি সৃষ্টি করছেি জনি ও মানুষকে এজন্যইে য, তারা কবেল আমার ইবাদত করব।’[সূরা যারয়িাত: ৫৬]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তনিি যনে আমাদরেকে ও আপনাকে এমন কাজরে তৌফকি দান করনে যা তনিি পছন্দ করনে এবং তাকে সন্তুষ্ট কর। আর যনে বশেি বশেি দ্বীনরে দাওয়াত ও দ্বীনরে জন্য কাজ করার তৌফকি দনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে উপর দরূদ বর্ষতি হোক।